ধারাবাহিক

শেষ পারানির কড়ি

অনুপ ঘোষাল

পূর্বকথা ঃ দ্বীপচরের স্কুলটার জন্য ঘর দু'টো তৈরির খরচ দিতে রাজি অমৃতা। পাশাপাশি নিজেদের স্কুলের সিবিএসই বা আইসিএসই বোর্ডে অ্যাফিলিয়েশানের জন্য সলিসিটরকে নির্দেশ দিয়েছে সে। ও দিকে সদানন্দ আতঙ্কিত যদি তার আর অমৃতার সম্পর্কটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। একদিন সকালবেলা ভাটু এসে সদানন্দর কাছে ফুলির বাবার নামে অভিযোগ করে যে সে ভাটুকে মিথ্যে বলে বিপদে ফেলে টাকা চাইছে। ওদিকে মনসুর মিঞা এসে খবর দেয় যে সদানন্দকে গ্রাম থেকে তাড়ানোর চক্রান্ত চলছে।

২১

বলহরি?

– রাখহরির খুড়তুতো ভাই। চেনেন না? বাংলাদেশের সঙ্গে চোরাচালানি করে দু'পয়সা কামিয়ে দেমাকে পা পড়ে না। ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। না হলে এত সাহস, বলে কিনা – সেদিন সন্ধ্যায় আপনারা দু'জনে ...

– সদানন্দর মাথা ঝিমঝিম করছিল। দু'চোখ বুজে ফেলেছে। আর্তনাদের সুরে বলে, এ তো সব ষড়যন্ত্র। ছি ছি। গ্রামের মানুষ এ সব বিশ্বাস করে?

– না। করে না। যা খুশি বললেই হল? গ্রামের চোদ্দো আনা মানুষ জানে, আপনের মতো যোগ্য মানুষ হয় না। ওরা বিশ্বাস করে, আপনের মতো ভালো লোক এমন খারাপ ব্যাপারে থাকতেই পারে না। আমি আর ওই নতুন মাস্টার বরুণ, সকালে আজ দু'জনে গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরেছি। বলেছি। ওরা কেউ এ সব কুৎসা বিশ্বাস করেনি। রাখহরিকে ওরা ছাড়বে না।

সদানন্দ মন ভালো করার জন্য এসেছিল ফকিরের আখড়ায়। মন তার আরও ভেঙে গেল। গ্রামে তাকে নিয়ে যদি হাঙ্গামা শুরু হয়! ইচ্ছে ছিল, স্কুলের রেজাল্ট ভালো হবে, নতুন ঘরবাড়ি হবে। গ্রামের উন্নতি হবে। সব স্বপ্ন ভেঙে গেল।

ক্ষোভে দুঃখে মনসুরকে বলল, আপনি আবার এইসব ঝামেলার মধ্যে ... যা খুশি ওদের বলতে দিন। আপনার কী দরকার?

খেপে ওঠে ফকির, তাই তো, কী দরকার! গ্রামের আমি কে? দু'বছর এসেছি, ভালো না লাগে পাততাড়ি গুটিয়ে পালাব। কিন্তু আপনের মতো এক সুজনকে মিথ্যা কুৎসা রটিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করবে দু'চারটে শয়তান, আর সকলে মুখ বুজে দেখব? ইস্কুলটা ফের ওই রাখুমাস্টারের খপ্পরে পড়বে? অত সহজে ছাড়ব না বাবু।

কিছুক্ষণ গুম মেরে থাকল সদানন্দ। পাগল মানুষটার জন্য মায়া হল। এসেছিল বাউলের গলায় দু'টো গান শুনে মনটা হালকা করবে বলে। আরও ভারী হয়ে গেল বুকের বোঝা।

সদানন্দ বিড়বিড় করছে, মনে হচ্ছে এখনই পালাই। এই গ্রামের আমিই বা কে! এসব গোলমালে খামোকা জড়িয়ে ভুগতে যাই কেন?

হঠাৎ হাসছে ফকির, চলে যান। ঠিক আছে। আমিই বা এখানে পড়ে থাকি কোন আনন্দে? গলায় যখন গান আছে, যেখানেই যাব ... সেদিন বলছিলেন পদ্য লিখতেন, যাওয়ার আগে ক'খানা জীবনের গান লিখে দিয়ে যাবেন তো মাস্টারবাবু। কোথায় পালিয়ে যাব, আর দেখাই হবে কিনা। গান-ক'টা পেলে আপনার কথাগুলো তো আমার সুরে বসে থাকবে।

সদানন্দর মনটা উতলা হয়ে যায়। মানুষ এখনও মানুষকে এত ভালোবাসে! অকারণে? পৃথিবীতে কত জটিলতা। ষড়যন্ত্রীদের দাপট। আবার এই দুনিয়াতেই মানুষ কত সুন্দর। এখানেই কত ভালোবাসা!

সদানন্দ বলল, নিশ্চিন্তে থাকুন ফকিরসাহেব, আপনার সঙ্গে যোগাযোগ আর ছিঁড়ে যাবে না। আমি যেখানে যাব, যদি যাই, আপনিও যাবেন?

হাসল মনসুর, আমরা বাউল ফকির, ঠাঁইয়ের ঠিকঠাকানা থাকে? কবে কোথায় আছি, কোথায় নেই। তবে বুঝেছি মাস্টারবাবু – আপনারও একটা বাউল মন আছে, যেখানেই থাকি না কেন, দেখা হবে। আর যদি দ্বীপচর ছাড়ার জন্যে তৈরি হয়ে যান, এই বান্দাকে একটু আগে থেকে জানাবেন। হঠাৎ উধাও হয়ে যাবেন না গোঁসাই।

সেদিন রাতে অনেক হালকা হয়ে ফিরল সদানন্দ। মনসুরের সঙ্গে মনটা কেমন একই সুরে বাঁধা বলে মনে হয় তার। ব্যাংকে বিস্তর টাকা জমে গিয়েছে। স্কুলের জন্যেই বা অমৃতার কাছে কেন ভিক্ষে করতে গিয়েছিল? তার টাকা খাবে কে? যা জমেছে, রোজগার না করলেও সারা জীবন ভাতকাপড়ের অভাব হবে না। মনসুর মিঞার মতো লোটাকম্বল বেঁধে বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়?

পারবে না সদানন্দ। মিঞা বারবার বলে, তার ভিতরেও একটা বৈরাগীকে দেখা যায়। কিন্তু গেরো, হঠাৎ যে তারও এক বৈরাগিনী জুটে গিয়েছে। ফিরে এসেছে মনের মানুষ। এ বৈরাগিনী আবার তাকে নতুন অট্টালিকা ফেঁদে বাঁধতে চায়। সেই বাঁধন এই প্রেমিক মানুষটা কাটবে কী করে?

পরদিন স্কুলে ম্যানেজিং কমিটির মিটিং জমজমাট। স্কুলের সভাপতি এ.আই অফ স্কুলস অমিতাভ সেন এসেছেন। স্কুলের শিক্ষক প্রতিনিধিরা সকলে উপস্থিত। রাখহরিবাবু, বরুণ মণ্ডল, পতিতপাবন সরকার আর বংশীবাবু। হেডক্লার্ক অবনী দত্তও মেম্বার। পঞ্চায়েত থেকে আছে ভুলু মিত্তির। পঞ্চায়েতের নমিনিটিকে নিয়ে রাখহরি একটা দল পাকানোর চেষ্টায় আছেন। কিন্তু বরুণরা সেই ফাঁদে পা দেয়নি। রাখহরি মণ্ডল প্ল্যান-এস্টিমেট দেখে বললেন, দু'টো ঘর হবে, ভালো কথা। কিন্তু সব ব্যাপারটা নিয়ে এত লুকোছাপা কেন?সদানন্দ হেসে জবাব দিল, যদি চেষ্টাটা ভেস্তে যায়! এটা তো গভর্নমেন্ট গ্র্যান্ট নয়। পুরো টাকাটা এখনও হাতে আসেনি। হাজার চল্লিশ মতো জোগাড় হয়েছে। বাকিটা যতক্ষণ পর্যন্ত না অ্যাসিওর করতে পারছি ...

সেক্রেটারি দীপকবাবু বললেন, লুকোচুরি কিছু নয়। এইচ.এম ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটা অ্যাটেম্পট নিয়েছেন। আমাকে আর প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছেন।

রাখহরি মণ্ডল বললেন, টাকা তো তুলেছেন উনি মাত্র চল্লিশ হাজার মতো। এ.আই সাহেব আমাদের প্রেসিডেন্ট, বাকি টাকাটা এডুকেশন ডাইরেক্টরেট থেকে গ্র্যান্ট করা হোক। আমরা একজন স্থানীয় কনট্র্যাকটরকে দিয়ে নিশ্চিন্তে কাজটা করিয়ে নিই।

ভুলু মিত্তির বললেন, আমি গ্রাম থেকেই ভালো লোক দিয়ে দেব।

মি. সেন বললেন, এই মুহূর্তে আমাদের ডাইরেক্টরেটে নতুন কনস্ট্রাকসনের জন্য কোনও অ্যালটমেন্ট নেই। সর্বশিক্ষা অভিযান থেকে বছর দুয়েক আগেই তো আপনাদের অনেক টাকা দেওয়া হল। রাখহরিবাবুদের রেকমেন্ড করা কনট্রাক্টর কেমন কাজ করেছে দেখছেনই তো! দু'বছরেই দেওয়াল ফেটে চৌচির। হরাইজন্টাল ক্র্যাক। ভিতেই গোলমাল। এখনই আর সরকারি গ্র্যান্ট আশা করবেন না।

রাখহরিবাবু লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন, এবার স্যার নতুন ঠিকেদার দেব। দেখবেন কেমন সলিড ওয়ার্ক।

সেক্রেটারি হাসলেন, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। সবার আগে পুরো টাকাটার ব্যবস্থা হোক। বাকি লাখদেড়েক তুলবেন কোত্থেকে?

মেম্বাররা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন। রাখহরিবাবু বললেন, সেই কালেকশনের ব্যাপারে আমাদের তো কেউ দায়িত্ব দেননি। দেখছি, হেডমাস্টারমশাই নিজেই ...

সদানন্দ হঠাৎ বলল, হ্যাঁ। দরকার পড়লে আমি নিজেই দেব টাকাটা। তুলেছি যখন মিটিংয়ে, ঘর দু'টো হবেই। টাকার অসুবিধে হবে না। যেটা উঠেছে, সেটুকু দিয়েই কাজ শুরু হোক। তবে কনট্র্যাক্টর নয়। ছোট কাজ, ওদের প্রফিটেই তো কিছু টাকা বেরিয়ে যাবে। আমরা একটা বিল্ডিং কমিটি করে নিজেরা দেখাশোনার মাধ্যমে পুরো কাজটা তুলে নেব। আবার বলছি, বাকি টাকাটার জন্যে ভাববেন না। ওটা থাকবে আমার ব্যক্তিগত ডোনেশন হিসাবেই। ঠিক আছে? আজকেই আমার সম্মতিটা রেজুলিউশন করে নিতে পারেন। সমস্যা হবে না।

দীপকবাবু বললেন, সে কী! আপনি একাই দেবেন বাকিটা?

সদানন্দ বলল, হয়ে যাবে। এই কয়েকমাসে আপনাদের স্কুল থেকে কত টাকা মাইনে পেয়ে গেলাম বলুন তো? স্কুল থেকে চলে যাওয়ার আগে এই ইন্সটিটিউশনকে এটাই আমার সামান্য গিফট।

রাখহরিবাবু চমকে উঠলেন, মানে?

অমিতাভ সেন শুধোলেন, আপনি চলে যাচ্ছেন? কোথায়?

সদানন্দ হাসল, কোথায় সেটা এখনই বলছি না। তবে এই বছরের মধ্যেই যাব। বদলিটদলি নয়, চাকরি ছেড়েই দিচ্ছি। ব্যাপারটা সেট্‌লড্‌। যাক গে, এখন ক্লাসরুম দু'টো তো তৈরি করা হোক ভালোভাবে।